শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংরক্ষণযোগ্য পাক্ষিক পত্রিকা

জেলার খবর সমীক্ষা

বর্ষ - ৮, সংখ্যা ৫ ।। ১ ভাদ্র ১৪২১ (১৮ অগাষ্ট ২০১৪) ।। মূল্য - ২ টাকা ।। D.L. No.-21 Dt. 05.04.07

রাষ্ট্রপতি

‘ফাদার অফ ফটোজার্নলিজম’ হেনরি কার্তিয়েঁর ব্রসোঁ (২২/৮/১৯০৮ - ০৩/৮/২০০৪) ও তাঁর তোলা ছবি

hW}] ^% ফটোগ্রাফি dA¨g%

পরিকল্পনা, সংকলন ও নির্মাণ - জহর চট্টোপাধ্যায়

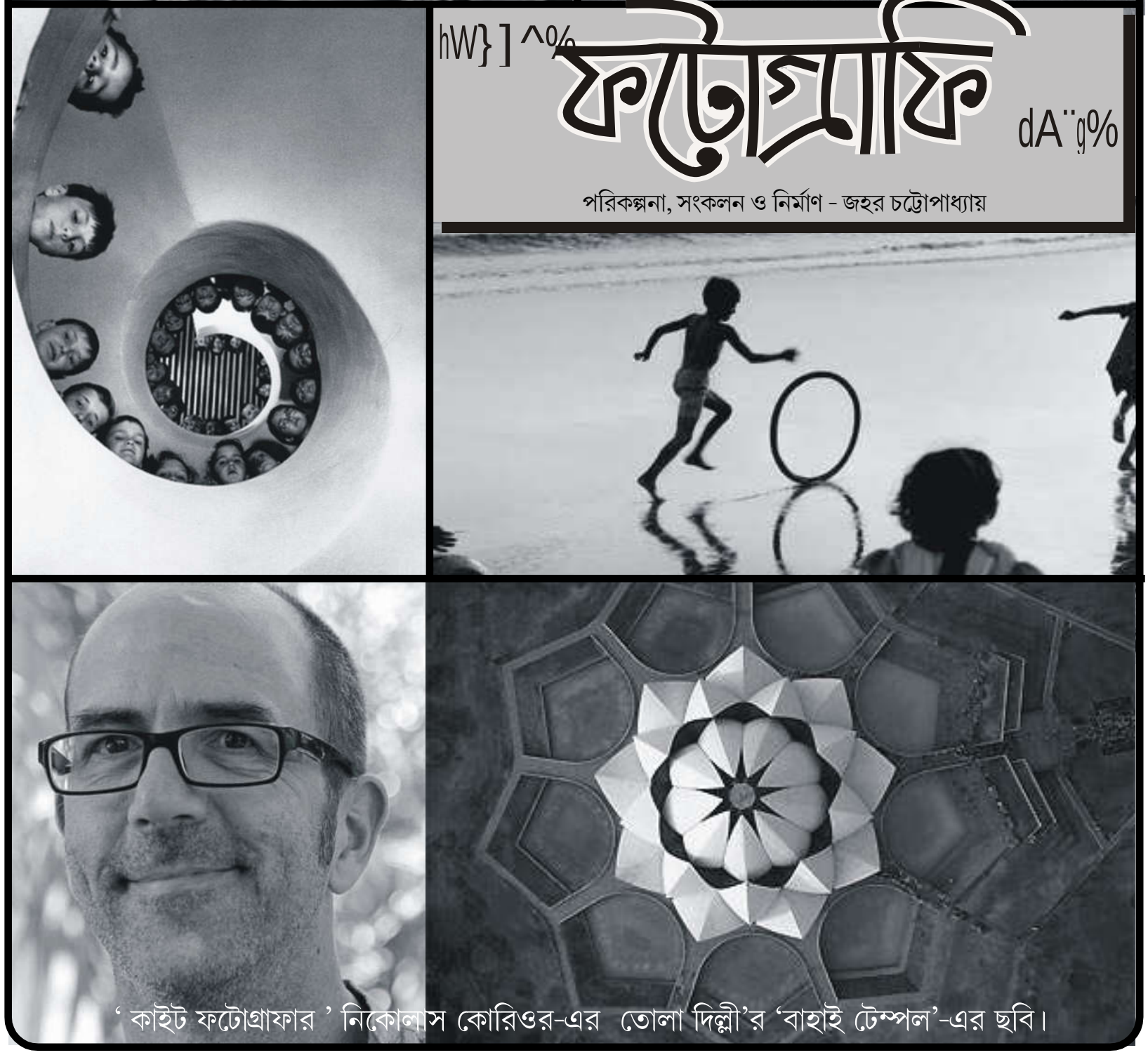

‘ কাইট ফটোগ্রাফার ’ নিকোলাস কোরিওর-এর তোলা দিল্লী’র ‘বাহাই টেম্পল’-এর ছবি।

২০১৩'র ১জানুয়ারী সংখ্যা থেকে 'জেলার খবর সমীক্ষা' পত্রিকায় ছোটদের জন্য একটি নিয়মিত বিভাগ শুরু হয়েছে। এই বিভাগটির উদ্দেশ্য ছোটদের ভাবনাকে প্রকাশ করা, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। অনেক নামি দামি পত্রিকাতেই ছোটোদের পাতা আছে। তাতে ছোটদের আঁকা, লেখাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাদের সঙ্গে জেলার খবর সমীক্ষা পত্রিকার 'ছোটদের পাতা'র পার্থক্য আছে। পত্রিকার এই বিভাগটি ছোটদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। ছোটরাই বিষয়বস্তু ঠিক করবে, তথ্য ও খবর সংগ্রহ করবে। সেই সব তথ্য খবরকে বিষয় করে তারাই রূপ দেবে 'ছোটদের পাতা'কে। ছোটদের পাতা'য় কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলে তার সেরা বাছাইয়ের দায়িত্বও ক্ষুদে বিচারকদের।

তোমরা যারা এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হতে চাও তারা শীঘ্রই যোগাযোগ কর। তাছাড়া, কেমন লেখা পড়তে চাও, কি বিষয়ে জানতে চাও এসবও লিখে জানাতে পারো।

@¨g}Y|g| }Xg\úWR\

ক্যামেরার আদ্যিকালের রূপ থেকে কিভাবে ভোল বদলে আজকের ডিজিটাল ক্যামেরা হল তার হদিশ পাওয়া যাবে এই পাতায়। সাল ধরে ধরে পড়তে থাকো ক্যামেরার কিস্‌সা।

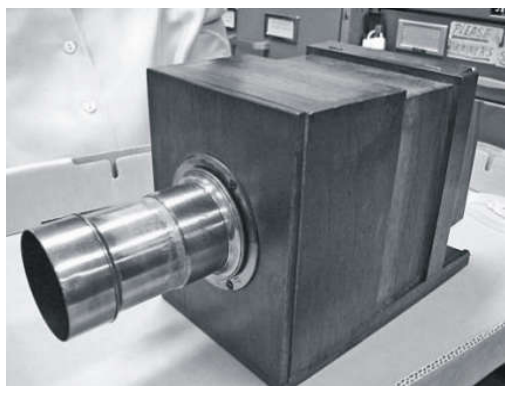

ড্যাগুয়েরিওটাইপ (১৮৩৭) - এটিই পৃথিবীর প্রথম প্রকৃত ক্যামেরা। এটি বানান লুইস ড্যাগুয়েরি। এই ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য তামার পাত ব্যবহার করা হত। তবে ছবি তুলতে ১৫ মিনিট সময় লাগত।

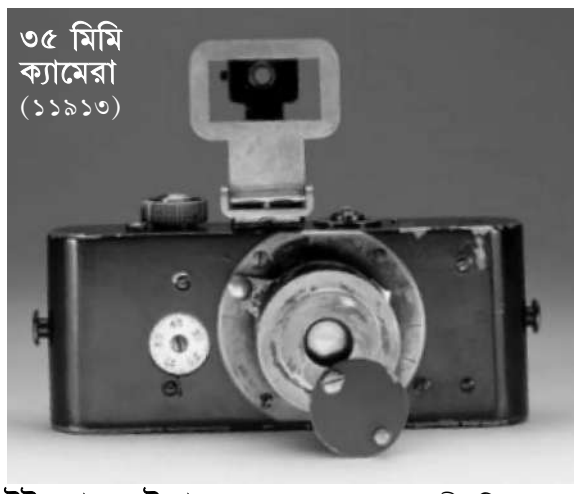

ইউ-আর লেইকা (১৯১৩) - কোডাক কোম্পানী ছবি তোলার ৩৫ মি.মি. ফিল্ম রোল তৈরীর পর ১৯১৩ সালে পৃথিবীর প্রথম '৩৫ মি.মি.' ক্যামেরা 'ইউ-আর লেইকা' তৈরী হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২৫ সালে নতুন আকৃতি নিয়ে 'লেইকা ১' বাজারে আসে।

কনট্যাক্স এস. (১৯৪৯) - পৃথিবীর প্রথম পেন্টাপ্রিজম এস.এল.আর. বা সিঙ্গেল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা 'জেইস আইকন কনট্যাক্স এস.'। এটি পূর্ব জামানিতে তৈরী হত এবং জেইস লেন্স ব্যবহার করা হত।

(১৮৫০) - ২ থেকে ৩ সেকেণ্ডে ছবি তোলা যেত এই ক্যামেরায়। তে-পায়ার ওপর বসিয়ে এই ক্যামেরায় ছবি তোলা হত। এই ছবিগুলি পরে প্রয়োজন মত ব্যবহার করা যেত।

রোলিফ্লেক্স ২ ৮ এফ. (১৯২৮) - জার্মানের 'ফ্রাঙ্ক এণ্ড হেইডিক' কোম্পানির তৈরী অত্যন্ত জনপ্রিয় এই টি.এল.আর. বা টুইন লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা। এই ক্যামেরায় ১১৭, ১২০ এবং ১২৭ ফিল্ম রোল ব্যবহার হত। পেশাদার ফটোগ্রাফাররা ১২০ রোল ফিল্ম ব্যবহার করতেন। এর আকার, ওজন, গঠন ও ছবি তোলা ছিল অত্যন্ত সুবিধাজনক।

পোলারয়েড মডেল ৯৫ (১৯৪৮) - পৃথিবীর প্রথম সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলে দেওয়ার ক্যামেরা হল 'পোলারয়েড মডেল ৯৫' ক্যামেরা। এডুইন ল্যাণ্ড এই ক্যামেরা তৈরী করেন বলে একে ল্যাণ্ড ক্যামেরাও বলা হয়। সাধারণের কেনার জন্য তৈরী প্রথম পোলারয়েড ক্যামেরা 'মডেল ২০ সুইঙ্গার' বাজারে আসে ১৯৬৫ সালে ।

কোডাক বক্স ক্যামেরা (১৮৮৮) - এটিই পৃথিবীর প্রথম পোর্টেবেল ক্যামেরা যেটি এক হাতে নেওয়া যেত। এটি বানান জর্জ ইস্টম্যান। এটি ছিল অত্যন্ত সরল বক্স ক্যামেরা যাতে আগে থেকে স্থির করা ফোকাস-লেন্সে সিঙ্গল শাটারের সাহায্যে ছবি তোলা হত। ছবি তোলার জন্য প্রথমে পেপার-ফিল্ম এবং ১৮৮৯-এর পরে সেলুলয়েড ফিল্ম ব্যবহার করা হত।

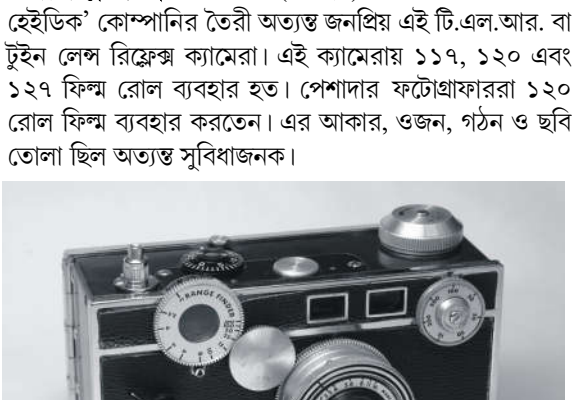

আরগাস সি-৩ (১৯৩৯) - লেইকা ক্যামেরা জনপ্রিয় হলেও এটি সাধারনের নাগালের মধ্যে ছিল না। ১৯৩৯-এ বাজারে আসে কম দামের ৩৫ মি.মি. ক্যামেরা আরগাস সি-৩।

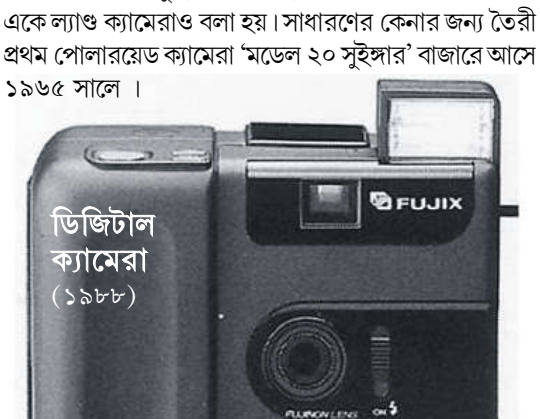

ফুজি ডি.এস.-১পি. (১৯৮৮) - পৃথিবীর প্রথম পোর্টেবল ডিজিটাল ক্যামেরা 'ফুজি ডি. এস.-১ পি'। ক্যামেরাটি ছিল ব্যাটারি চালিত এবং এতে ১৬ এম.বি. মেমারি কার্ড ছিল।

তুমিও লিখতে পারো ছোটদের পাতাতে। তোমাদের কবিতা গল্প আঁকায় ভরে উঠবে 'ছোটদের পাতা'। আর নিয়মিত এই কাগজটা সংগ্রহ করতে চাইলে আজই 'জেলার খবর সমীক্ষা'-র বার্ষিক গ্রাহক হয়ে যাও। বছরে মোট ২৪টি সংখ্যার সঙ্গে বিশেষ 'শারদ সংখ্যা'র জন্য তোমাকে দিতে হবে এককালীন ৬০ টাকা। আর না হলে প্রতিটি সংখ্যা ২টাকা এবং শারদ সংখ্যা ২০টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করতে পারো। তোমার লেখা ও গ্রাহক হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

ঃ ক্যামেরা কীভাবে কাজ করে ঃ

ফটোগ্রাফি বা ছবি তোলার কাজটি করে 'ক্যামেরা'। এই 'ক্যামেরা' কথাটা এসেছে 'ক্যামেরা অবস্কুরা' শব্দ থেকে। ল্যাটিন ভাষার এই শব্দটির অর্থ 'অন্ধকার ঘর'। 'ক্যামেরা অবস্কুরা' হ'ল পৃথিবীর প্রথম ক্যামেরা। ক্যামেরার মধ্যে একটা ফাঁকা অংশ থাকে যার সাথে একটা আলো আসার রাস্তা যুক্ত থাকে। একে 'অ্যাপারচার' বলে। এই পথ ধরে আলো কোনো উৎস থেকে এসে ক্যামেরার ভেতরে রাখা পর্দা বা ফিল্মের ওপর ছবি ফুটিয়ে তোলে। আলো যেখান দিয়ে ক্যামেরার মধ্যে ঢোকে সেখানে একটা লেন্স থাকে। 'অ্যাপারচার'-এর পরিধি দরকার মতো কমানো বাড়ানো যায়।

আলোক উৎস, বস্তুর দূরত্ব ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে 'অ্যাপারচার'-কে নিয়ন্ত্রণ করে ছবির সূক্ষ্মতা বজায় রাখা হয়।

ক্যামেরার গঠন অনেকটা আমাদের চোখের মতো। আমাদের চোখে আলো প্রবেশের পথে লেন্স থাকে। প্রতিবিম্ব তৈরীর জন্য থাকে রেটিনা। লেন্সের মধ্যে দিয়ে আলো এসে রেটিনার গায়ে দৃশ্যটির উল্টানো প্রতিবিম্ব গঠন করে। ক্যামেরাতেও ঠিক একইভাবে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। উপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে আলেক উৎসটি (বাল্ব) থেকে আলোক লেন্সের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ক্যামেরার ভিতরে রাখা পর্দার গায়ে উল্টানো প্রতিবিম্ব গঠন করেছে।

ছবি তোলার ক্ষেত্রে 'অ্যাপারচার' খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিচে নানা ধরনের অ্যাপারচারের ছবি দেওয়া হল। 'অ্যাপারচার' ক্যামেরার ভেতরে আলো আসার পথটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। 'অ্যাপারচার'-এর মাঝের সাদা অংশটি আলো আসার পথ। বাঁ দিকের 'অ্যাপারচার' থেকে ক্রমশ ডান দিকে গেলে দেখা যাচ্ছে আলো আসার পথ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। 'অ্যাপারচার' ঘুরিয়ে চিত্রগ্রাহক প্রয়োজন মতো আলো আসার পথ তৈরী করে ছবি তোলার জন্য শাটার টেপেন।

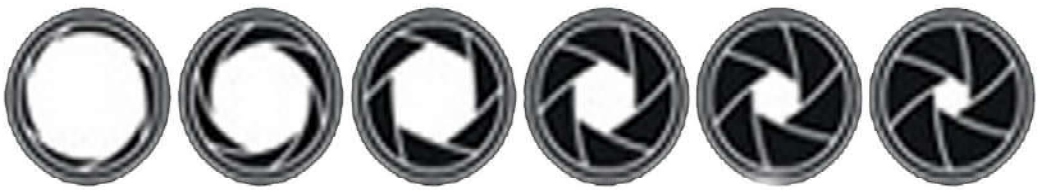

এফ / ১.৪ **এফ / ২** **এফ / ২.৮** **এফ / ৪** **এফ / ৫.৬** **এফ / ৮**

'অ্যাপারচার'-এর মাপ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলে আলো লেন্সের (১) মধ্যে দিয়ে ক্যামেরার ভেতরে পৌঁছায়। ক্যামেরার ভেতরে থাকে প্রতিফলক আয়না বা রিফ্লেক্স মিরর (২)। এই আয়নার ঠিক ওপরে থাকে ফোকাসিং স্ক্রিন (৩)। আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে আলো আসে ফোকাসিং স্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে পেন্টাপ্রিজম বা পাঁচকোনা প্রিজমের মধ্যে (৪)। প্রিজমের মধ্যে আলো প্রতিফলিত হয়ে আইপিস (৫) দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। আইপিসে চোখ রাখলে দ্রষ্টব্য বস্তু বা ব্যক্তিকে দেখা যায়। চিত্র গ্রাহক এখানে চোখ রেখে তার ছবির বিষয়বস্তুকে যাচাই করে নেন। এরপর ছবিটি সংগ্রহ করার জন্য তিনি ক্যামেরার শাটার টেপেন। এটি দরজার পাল্লার মতো একটা যন্ত্রাংশ। শাটার-এর বেতাম টেপা মাত্র প্রতিফলক আয়নাটি উপরে উঠে যায় এবং শাটারের পর্দাটি (৬) সরে গিয়ে আলোকে সেন্সর-এর (৭) ওপর আসতে দেয়। সেন্সরের ওপর প্রতিবিম্ব তৈরী হয় এবং আমরা নির্দিষ্ট বস্তুর ছবি দেখতে পাই। বিংশ শতাব্দীতে ছবি তোলার জন্য ফিল্ম ব্যবহার হ'ত, তাই তখন ক্যামেরায় সেন্সরের যায়গায় ফিল্মের ওপর আলো এসে পরত ও ছবি তৈরী হত। সে ছবি এখনকার মতো সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেত না। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হত। কিন্তু আজকের দিনে ছবি তোলা হয় 'ডিজিটাল ক্যামেরা'য়। এই ক্যামেরায় ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখে নেওয়া যায় ছবি কেমন হল। ফলে ছবি ঠিক মতো না হলে সে ছবি সহজেই মুছে দেওয়া যায়, প্রয়োজন হলে আবার ছবি তুলে নেওয়া যায়। আধুনিক ডি.এস.এল.আর. ক্যামেরায় কিভাবে ছবি ওঠে নীচের ছবিতে দেখানো হয়েছে।

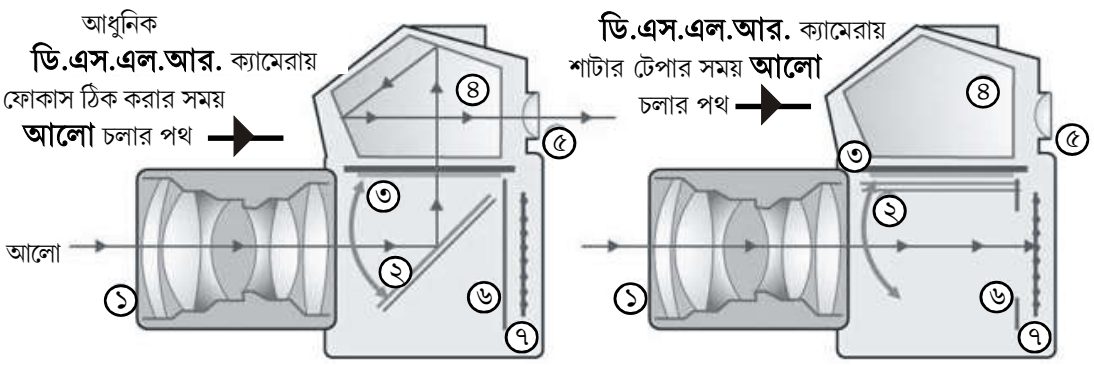

১. লেন্স, **২**. রিফলেক্স মিরর, **৩**. ফোকাসিং স্ক্রিন, **৪**. পেন্টাপ্রিজম, **৫**. আইপিস, **৬**. ফোকাল-প্লেন শাটার, **৭**. সেন্সর,

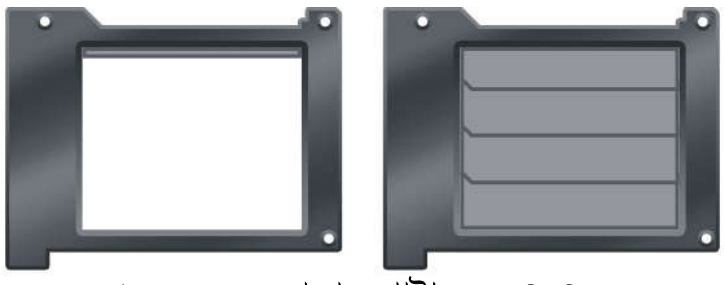

উপরে সাধারণ **ফোকাল-শাটার**-এর দু'টি ছবি।
বাঁ দিকে খোলা আবস্থায় এবং ডানদিকে বন্ধ অবস্থায় । ''সিঙ্গেল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা'য় এই শাটার থাকে। এই ধরনের ক্যামেরা এখন আর ব্যবহার হয় না।

ডি.এস.এল.আর. ক্যামেরার শাটার।

ফটোগ্রাফি টু কি টা কি

১

পৃথিবীর বৃহত্তম ফটোগ্রাফটি ৩২ ফুট উঁচু এবং ১১১ ফুট লম্বা। ছবিটি ক্যালিফোর্নিয়ার অরেঞ্জ কাউন্টির এল তোরো'র আমেরিকান মেরিন কর্পোরেশন এয়ার স্টেশনের কন্ট্রোল টাওয়ার এবং রান-ওয়ের। এই ছবি তোলার জন্য বিমানবন্দরের একটি জেট-হ্যাঙ্গার'কে পিন-হোল ক্যামেরার রূপ দেওয়া হয়। ছবি তোলার ফিল্মটি বানানো হয়েছিল ৩২ ফুট চওড়া আর ১১১ ফুট লম্বা একটি সাদা কাপড়ের টুকরোর গায়ে ২০ গ্যালন আলোক-সংবেদনশীল দ্রবন লাগানো হয়েছিল। ছবি তুলতে সময় লাগে ৩৫ মিনিট। ছবি তোলার পর সেটিকে ধোয়ার জন্য দমকলের দুটি হোস পাইপ ব্যবহার করা হয়েছিল। নিচে পৃথিবীর বৃহত্তম ছবির ছবি।

২

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধরণের ক্যামেরা সংগ্রহে আছে ভারতের দিলিশ পারেখের। দিলিশ মুম্বাইয়ের বাসিন্দা। দিলিশের সংগ্রহে আছে ৪,৪২৫ টি অ্যান্টিক ক্যামেরা। ১৯৭৭ সাল থেকে দিলিশ ক্যামেরা সংগ্রহ শুরু করেন। তার সংগ্রহের সবচেয়ে পুরানো ক্যামেরাটি ১৯০৭ সালের। দিলিশ প্রতিটি ক্যামেরার নিয়মিত যত্ন নেন এবং সমস্ত ক্যামেরা চালু অবস্থায় রয়েছে। নিচে নিজের আশ্চর্য সংগ্রহের কয়েকটি নমুনা গলায় ঝুলিয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যার ক্যামেরা সংগ্রাহক দিলিশ।

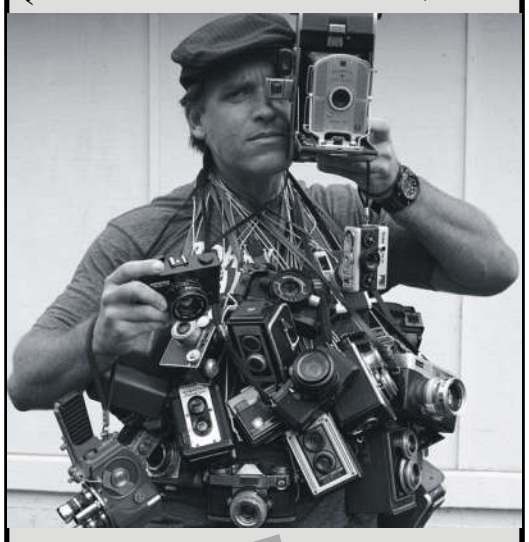

৩

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত আনুমানিক ৩.৮ ট্রিলিয়ন ছবি তোলা হয়েছে। ভারতীয় হিসাবে তিন লক্ষ আশি হাজার কোটি বা সংখ্যায় লিখলে ৩৮০০০০০০০০০০ টি ছবি। প্রতি দু মিনিটে পৃথিবীতে আজ যত ছবি তোলা হচ্ছে তার সংখ্যা ১৮০০ সালের মধ্যে তোলা পৃথিবী র সমস্ত ছবির সংখ্যার থেকেও বেশি।

কুইজ

প্রতিমাসের ১তারিখের সংখ্যার কুইজের উত্তর থাকবে পরের মাসের ১তারিখের সংখ্যায় তেমনি প্রতিমাসের ১৫তারিখের সংখ্যার কুইজের উত্তর থাকবে পরের মাসের ১৫ তারিখের সংখ্যায়। এই সময়ের মধ্যে তোমরা কুইজের উত্তর পাঠাও। প্রতিসংখ্যার একজন করে সঠিক উত্তরদাতা পুরষ্কার পাবে। তাই আর দেরি না করে ঠিক উত্তর লিখে তোমার নাম ঠিকানা বয়স শ্রেণী এবং ফোন নম্বর দিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দাও। ই-মেলেও যোগাযোগ করতে পারো এই ঠিকানায় — jaharchatterjee1969@gmail.com

h] ...g% " g}T% |EOTg%

সম্পাদকীয়

মানব সভ্যতার ইতিহাসে 'ফটোগ্রাফ'-এর মতো নির্মম সুন্দর দলিল দু'টি নাই। ইহা নির্মম কারণ যাহা সত্য তাহাকেই সংকলিত করিয়া ক্যামেরা 'ফটোগ্রাফ' নির্মান করিয়া থাকে। ইহা সুন্দর কারণ ইহা একটি শিল্প। মানব সভ্যতার ইতিহাসের বহু নক্কার জনক, নিন্দনীয় ঘটনার 'ফটোগ্রাফ' বর্তমান প্রজন্ম চাক্ষুষ করিলে সভ্যতার প্রকৃত রূপটি জানিতে পারিবে। মানবতার হন্তারকদের চিনিয়া লইতে তাহাদের সুবিধা হইবে। তেমনিই প্রণম্য, নমস্য মনীষীদের কর্মকাণ্ডের খণ্ডচিত্রগুলি আমাদের সহিত মানুষটির প্রকৃত পরিচয় করাইয়া দেয়। 'ফটোগ্রাফ' একটি মুহূর্তকে ধরিয়া রাখে। অতীতের সেই মুহূর্ত 'ফটোগ্রাফ'-এর মধ্যে অনন্ত-বর্তমান হইয়া উঠে। সদর্থেই ' ফটোগ্রাফ' সময়কে থামাইয়া দেয়। সচল সময় স্থীর হইয়া 'ফটোগ্রাফ'-এ স্থান পায়। কিন্তু স্থীর হইলেও তাহা স্থবীর নহে। তাহা তথ্যের আকর, ভবিষ্যতের নিকট অতীতের দলিল। অতীতের হারাইয়া যাওয়া ক্ষণ, অধুনা বিস্মৃত কোনো ঘটনা বা ব্যক্তি সান্নিধ্যের স্মৃতি, সাফল্য ব্যর্থতার খতিয়ান ছিন্ন তমসূকের মতো স্মৃতি পটে জাগাইয়া তোলে এক একটি 'ফটোগ্রাফ'। তাই সকল অনুষ্ঠানে অন্য সব আয়োজনের সাথে 'ফটো' তুলিবার আয়োজন করিতে কেহ ভুলে না। আজ বোধহয় প্রতিটি মানুষই নিজেকে 'ফটোগ্রাফার' ভাবিয়া বসে। যন্ত্রের বদান্যতায় ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র মুহূর্তকে নিমেশে যন্ত্রযাত করিয়া আহ্লাদ অনুভব করিলেও তাহাদের কয়টি সত্যকারের 'ফটোগ্রাফ' হইয়া উঠিতে পারে ? আর পারে না বলিয়াই সেই সকল 'ফটোগ্রাফার'দের কদর রহিয়াছে যাঁরা 'ফটোগ্রাফ'কে শিল্প করিয়া তুলিয়াছেন। আধুনিককালে জীবন-জীবিকার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বীয় মুখাবয়বের একটি ' ফটোগ্রাফ' পরিচয়ের পরাকাষ্ঠা হইলেও 'ফটোগ্রাফি' বিষয়ে আমরা সত্যই কম জানি। ইহা স্বীকার করিয়া আপন অজ্ঞানতা প্রকাশ করিতে কেহ রাজী না থাকিলেও আমরা সানন্দে স্বীকার করিতেছি। অবশ্য এজন্য নিশ্চয় আমাদিগকে প্রিয় পাঠকদিগের রোষের শিকার হইতে হইবে না, তাহাদের বিচিত্র বিষয়ের রসাস্বাদ করাইবার ইচ্ছায় 'বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস'কে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রদ্ধেয় আলোকচিত্র শিল্পীদিগকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেছি।

কবিতা

ফ টো গ্রা ফ

উষ্ণিষ গুহ

ছবির গল্পটা এখন ধূসর, মলিন, হয়তো আলগাও
আলতো ছোঁয়ায় বিবর্ণ ফিরে পায় রঙ
কাঁপা আঙুল বুলিয়ে দেয়, ভুলিয়ে দেয় কালবেলা,
স্মৃতি আঁকড়ে হাত, সম্বল লাঠি পৌঁছে যায় দূরে
সেদিন তখন সদ্য এসেছে প্রাণ
অনন্ত প্রশ্ন আর সংশয় সাথে,
আজও এখানে ব্যথা, তীব্র, প্রসবের মতই
এখন লড়াই একা, ভুলে যাওয়া শব্দের সাথেই
তবু আঁতুড়ঘর জুড়ে আলো,
আর গল্পের ছবিটা আরও কিছুদিন পর ধূসর,
মলিন, হয়তো ...

ফিরে দেখা

ফটোগ্রাফি

সুকুমার রায়

(এটি 'ফটোগ্রাফি' বিষয়ে বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম প্রবন্ধ। ছাপা হয়েছিল ইংরাজি ১৯১১ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩১৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। প্রবন্ধে তিনি ফটোগ্রাফি যে শিল্প সে বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন, সেই সঙ্গে পাঠকদের কাছে ভালো ছবি পাঠাতে অনুরোধ করেছেন পত্রিকায় ছাপার জন্য। সেই লেখাটির অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হ'ল।)

কিছুদিন হইল বিলাতের ফটোগ্রাফি মহলে একটা তর্ক চলিতেছিল। তর্কের বিষয় — ফটোগ্রাফি আদৌ 'আর্ট' বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা। প্রশ্নের কোনো মিমাংসা হইল না, হওয়া সম্ভবও বোধহয় না। চিত্র রচনার কোনো প্রক্রিয়া বিশেষ 'আর্ট'-পদবাচ্য কিনা এ বিষয়ে আন্দোলন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তুলিকার সাহায্যে কাগজে রং লেপিয়া চিত্রাঙ্কন করা যায়, কিন্তু এই রং লাগানো ব্যাপারটার মধ্যে 'আর্ট' আছে কিনা, সেটা কেবল 'ফলেন পরিচীয়তে।' 'আর্ট' জিনিসটা তুলি কাগজে রং বা ফটোগ্রাফির ক্যামেরার মধ্যে থাকে না, শিল্পীর অন্তর্নিহীত সৌন্দর্যবোধ ও ভারসম্পদেই তাহার জন্ম। শিল্পীর নিকট তুলি, পেন্সিল বা ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম শিল্পরচনার অর্থাৎ ভাবকে শিল্পরূপে প্রকাশ করিবার যন্ত্র বা উপায় মাত্র। ভাব যতক্ষণ মৌন থাকে, যতক্ষণ তাহা রেখাবর্ণাদি দ্বারা ব্যক্ত না হইয়া ভাবরূপেই অন্তরে সঞ্চিত থাকে, ততক্ষণ তাহাকে শিল্প বলা যায় না।

এখানে একটা আপত্তি উঠিতে পারে। তুলি পেন্সিল বা কলম শিল্পীর আয়ত্তাধীন, এগুলিকে শিল্পী রেখাঙ্কন বা বর্ণপ্রয়োগার্থ যথারুচি ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু ফটোগ্রাফির লেন্স্ বা প্লেট তো তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনুগত নহে। অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিগত কেরামতির স্থান কোথায় ? আপত্তিটার মূলে যুক্তিযুক্ততা রহিয়াছে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক 'আর্ট' হিসাবে ফটোগ্রাফির ক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ বলিতে হইবে।

'ফটোগ্রাফি' বলিতে সাধারণত দৃষ্টবস্তুর 'চেহারা তোলা' বোঝায়। ইহাই ফটোগ্রাফির মূল কথা, অনেকের পক্ষে এখানেই তাহার চরম পরিণতি। ফটোগ্রাফির প্রথম সোপানে উঠিয়াই আমরা নিরীহ আত্মীয়স্বজনের মুখশ্রীকে অনায়ত্ত বিদ্যার পরীক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করি এবং মনে করি ফটোগ্রাফির চূড়ান্ত করিতেছি। দুঃখের বিষয়, এই আদিম অবস্থার উপরে ওঠা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া ওঠে না। কিন্তু যাঁহারা ইহার মধ্যে উচ্চতর আদর্শের অনুসরণ করেন, তাঁহারা জানেন যে ফটোগ্রাফি বিদ্যার অনুশীলনে সৌন্দর্য চর্চার যথেষ্ট অবকাশ পাওয়া যায়। 'সুন্দর' বস্তু বা দৃশ্যের যথাযথ ফটোগ্রাফ লইলেই তাহা 'সুন্দর' ফটোগ্রাফ হয় না। কারণ, আমাদের চোখের দেখা ও ফটোগ্রাফির দেখায় আনেক প্রভেদ। জিনিসের গঠন ও আকৃতি ফটোগ্রাফে চাক্ষুষ প্রতিবিম্বেরই অনুরূপ হইলেও প্রাকৃতিক বর্ণবৈচিত্র ফটোগ্রাফে কেবল ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য মাত্রে অনূদিত হইয়া আনেক সময় ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে।

কিন্তু শিল্পের দিক দিয়া আর একটি গুরুতর সমস্যা ও অন্তরায় রহিয়াছে। শিল্পী যখন প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য চয়নে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি অনেক অবান্তর বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া চলেন, অনেক আনুষাঙ্গিক অন্তরা যাকে ত্যাগ করিয়া কেবল সৌন্দর্যটুকু আস্বাদ করেন। কিন্তু ফটোগ্রাফির নির্বিচার দৃষ্টিতে সুন্দরও নাই, অসুন্দরও নাই, আমার মন কতটুকু চায় বা না চায় তাহার কোনো সম্পর্কই রাখে না, সুতরাং তাহার পক্ষে নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ একেবারেই অসম্ভব। এইজন্য ফটোগ্রাফের বিষয় নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা ও বিচার আবশ্যক এবং ফটোগ্রাফির চক্ষে বিষয়টিকে কিরূপ দেখাইবে, তাহাও জানা প্রায়োজন। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আড়ম্বরে যদি শিল্পীর আসল বক্তব্যটাই চাপা পড়িয়া যায়, তবে শিল্পের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়, তদ্বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিরূপ ভাবে কোন্ স্থান হইতে ছবি তুলিলে দৃশ্যের প্রধান উপাদানগুলি সুসংহত হয় অর্থাৎ তাহারা পরস্পর বিরোধের দ্বারা চিত্রকে খণ্ডিত করিয়া একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের ভাব আনয়নের সহায়তা করে, কোন সময়ে, কিরূপ আলোকে ও অবস্থায় ফটো লইলে মূল বিষয়টি পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা, কিরূপ অনাবশ্যক বিষয়ে আতিশয্যকে দমন করা যায়, সেগুলিকে বর্জন করিয়া, ছায়ায় ফেলিয়া বা ফোকাস করিবার সময় স্পষ্টতার ইতর বিশেষ করিয়া অথবা অন্য কোনো উপায়ে কিরূপে তাহাদের প্রাধান্যকে সংযত করা যায় ইত্যাদি নানা বিষয়ে সম্যক বিচারাসক্তি লাভ করা অনেক অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ।

আমরা হাল্কাভাবে শিল্পচর্চা করি বলিয়াই শিল্প আমাদের আয়ত্ত হয় না। কেবল শিল্পের কথাই বা বলি কেন? বিজ্ঞান শতমুখে ফটোগ্রাফির ঋণ স্বীকার করিতেছে। বিজ্ঞানের এমন ক্ষেত্র নাই ফটোগ্রাফি যেখানে নূতন আলোক বিস্তার করে নাই, মানুষের জ্ঞানকে দৃঢ়তর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার সহায়তা করে নাই। ইহা কেবল অক্লান্ত উৎসাহ ও অনুরাগের ফল।

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে অনেকেই ফটোগ্রাফির চর্চা করিতেছেন। আশা করা যায় তাঁহাদের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল নহে, যাঁহারা এই আশ্চর্য বিজ্ঞান-শিল্পকে কেবল কৌতুহলের ব্যাপার মাত্র মনে করেন না। তাঁহারা যদি তাহাদের ফটোগ্রাফি সাধনার কিছু নিদর্শন 'প্রবাসী'-তে প্রেরণ করেন, তবে তাহা বাছিয়া প্রতি মাসে দু-একটি ছবি 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত হইবে।

ঃ বিদ্যাসাগরের শেষ ছবি ঃ

বাম পাশের ছবিটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃতদেহের ছবি। ছবিটি তোলা হয়েছে ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃতদেহ কলিকাতার নিমতলা শশ্মানে নিয়ে আসার পর মৃতদেহ সৎকারের কাজ শুরুর সময় ছবিটি তোলা হয়। ছবিটি তোলেন আলোকচিত্রী শরৎচন্দ্র সেন। ছবিটি প্রথম ছাপা হয় 'সঞ্জিবনী' পত্রিকায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর দিন দুয়েক পরে তাঁর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করে শ্রদ্ধা জানাতে সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ ছবিটি প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ সালে বিখ্যাত শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচী এই ছবিটির লিনোকাট তৈরী করেন।

ঃ বাংলার তিন ফটোগ্রাফার ঃ

সুকুমার রায়

১৮৮৭ — ১৯২৩

ফটোগ্রাফি বিষয়ে প্রথম বাংলা প্রবন্ধটি সুকুমার রায়ের লেখা। ১৯০৪ সালে এক ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার পান সুকুমার।

অসম্ভবের ছন্দকার সুকুমার রায় 'আবোল তাবোল'-এর রচয়িতা হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত হলেও ফটোগ্রাফি বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব ও অবদানের কথা প্রায় বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেছে। ছোট থেকেই সুকুমারের ছবি তোলার শখ ছিল। তাঁর ছবি তোলার হাতেখড়ি পিতা উপেন্দ্রকিশোরের কাছে।

১৯০৪ সালে বিলাতের 'বয়েজ ওন পেপার' পত্রিকার ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় 'পোষ্য' বিভাগে তৃতীয় পুরস্কার পান সুকুমার। ফটোগ্রাফি বিষয়ে প্রথম বাংলা প্রবন্ধটি সুকুমার রায়ের লেখা। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'ফটোগ্রাফি' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখে তিনি জানান যে ফটোগ্রাফিও শিল্প। ১৯১১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ' নিয়ে ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং টেকনোলজি বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতে গিয়েছিলেন। ১৯১২ সালে বিলাতে পড়ার সময়ই সুকুমার প্রসেস ওয়ার্ক ক্যামেরার কাজের সুবিধার জন্য একটি 'স্লাইডিং ক্যালকুলেটর' তৈরী করেন। বিখ্যাত পেনরোজ কোম্পানি যন্ত্রটি তাদের কারখানায় বানায়। সে বছর নভেম্বর মাসে তিনি ইংল্যাণ্ডের 'রয়েল ফটোগ্রাফিক সোসাইটি'র সদস্য হন। তিনি ছিলেন সোসাইটির দ্বিতীয় ভারতীয় সদস্য।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে ১৯১১ সালে 'মডার্ণ রিভিউ'র সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এবং 'প্রবাসী'র ভাদ্র সংখ্যায় কবির যে ছবি ছাপা হয়েছিল সেটির চিত্রগ্রাহক ছিলেন সুকুমার। ছবিটি সম্ভবত ১৯০৬ সালে কলেজে পড়ার সময় সুকুমার তুলেছিলেন।

সুকুমার রায়ের তোলা এই ছবিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নেওয়ার সময়কার

পরিমল গোস্বামী

১৮৯৭ — ১৯৯৬

শখের ছবি তোলা থেকেই তিনি প্রথম শ্রেণীর ফটোগ্রাফার হয়ে ওঠেন। তাঁর সমকালের বাংলার লেখক লেখিকাদের ছবি তুলেছিলেন।

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে এক অসামান্য প্রতিভা পরিমল গোস্বামী। বাংলা ভাষা ব্যবহারে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষাতেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। নিজের লেখার পরিমাণ কম হলেও বহু লেখককে দিয়ে নানা সময়ে নানা বিষয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। সম্পাদক হিসাবে 'শনিবারের চিঠি', 'যুগান্তর' সম্পাদনা করেছেন। তাঁর লেখা গল্প, ব্যঙ্গগল্প, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকথা, রম্যরচনা ও শিশু-কিশোরদের জন্য বিভিন্ন রচনা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

সাহিত্য চর্চার বাইরে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে বেতার জগতে। বেতারে ভাষ্যকার হিসাবে নাম করেন। ছবি আঁকতে পারতেন খুব ভালো। আর তাঁর সব থেকে প্রিয় শখ ছিল ছবি তোলার। শখের ছবি তোলা থেকেই তিনি প্রথম শ্রেণীর ফটোগ্রাফার হয়ে ওঠেন। তাঁর সমকালের বাংলার লেখক লেখিকাদের অনেক ছবি তুলেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শিশির কুমার ভাদুড়ী থেকে শুরু করে বাংলার সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি তুলেছিলেন। সম্পাদক হিসাবে বাংলার লেখক লেখিকাদের সঙ্গে নিয়মিত ব্যক্তিগত স্তরে যোগাযোগ থাকার কারণে তিনি তাঁদের অসাধারণ সব ছবি তুলে রেখেছিলেন। যেমন নদীর ধারে একটা পাতা ঝরে যাওয়া গাছের তলায় একা বসে আছেন বনফুল। দূর থেকে তোলা সেই ছবি এক বিষন্ন নিসর্গ চিত্রের মত।

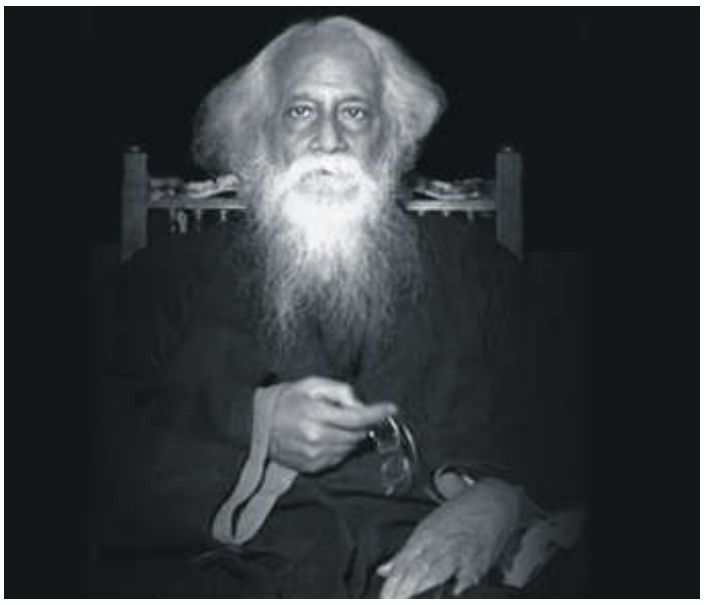

পরিমল গোস্বামীর তোলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দুর্লভ মুহূর্তের ছবি

বইতে লেখা ও তাঁর তোলা ছবি নিয়ে তিনি 'আমি যাঁদের দেখেছি' নামে একটি স্মৃতিকথার অ্যালবাম প্রকাশ করেন ১৯৬৯ সালে। এর আগে ১৯৪২ সালে তিনি 'ক্যামেরার ছবি' নামে প্রাথমিক ফটোগ্রাফি চর্চার একটি বই লেখেন। ১৯৫১ সালে ফোটোগ্রাফি বিষয়ে 'আধুনিক আলোকচিত্র' নামে আরো একটি বই লেখেন।

শম্ভু সাহা

১৯০৫ — ১৯৮৮

১৯৩৫ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত শম্ভু সাহা ছিলেন শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সান্নিধ্যে এবং তাঁর দিন কেটেছে কবিগুরুর নানা বিরল মুহূর্তের ছবি তুলে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফটোগ্রাফার হিসাবে শম্ভু সাহা'র সমধিক পরিচিতি। মেদিনীপুরের বাসিন্দা শম্ভু সাহা হাইস্কুলে পড়ার সময় বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর কাছ থেকেই শম্ভু ছবি তোলা শেখেন। প্রথমদিকে সাহা শুধুই প্রকৃতির ছবি তুলতে থাকেন। বিজ্ঞানের স্নাতক হওয়ার পর তিনি ফটোগ্রাফি নিয়েই কাজ শুরু করেন।

১৯২৭ সালে কলকাতার 'ওয়াই.এম.সি.এ' সংস্থায় ফটোগ্রাফারের চাকরি পান। এই সময় তিনি অত্যাধুনিক ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলার পাশাপাশি 'ডার্করুম'এ কাজ করার সুযোগ পান। ফটোগ্রাফি হয়ে ওঠে তাঁর পেশা ও নেশা। ১৯৩২ সালে 'ওয়াই.এম.সি.এ.' ছেড়ে স্বাধীন ভাবে ছবি তোলার কাজ শুরু করেন। 'গোয়ালিয়র' এবং 'পাটানকর' রাজবাড়ির রাজকীয় বিয়ের ছবি তোলার বরাত পান তিনি। এই সময়কালে তিনি 'লণ্ডন মিনিয়েচার ক্যামেরা ওয়ার্ল্ড' আয়োজিত ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় ছ'বার পুরস্কার পান। তার মধ্যে তিনবার প্রথম পুরস্কার।

শম্ভু সাহা'র পছন্দের বিষয় ছিল ক্যাণ্ডিড ফটোগ্রাফি বা স্বতঃস্ফূর্ত চিত্রগ্রহণ। অর্থাৎ যার ছবি তোলা হচ্ছে তাকে ছবির বিষয়ে সচেতন না করে বা তাকে তার কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় ছবি তোলা। এতে ছবিতে বিষয়বস্তুর স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত রূপ ফুটে ওঠে, ছবির মাত্রা ও গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়।

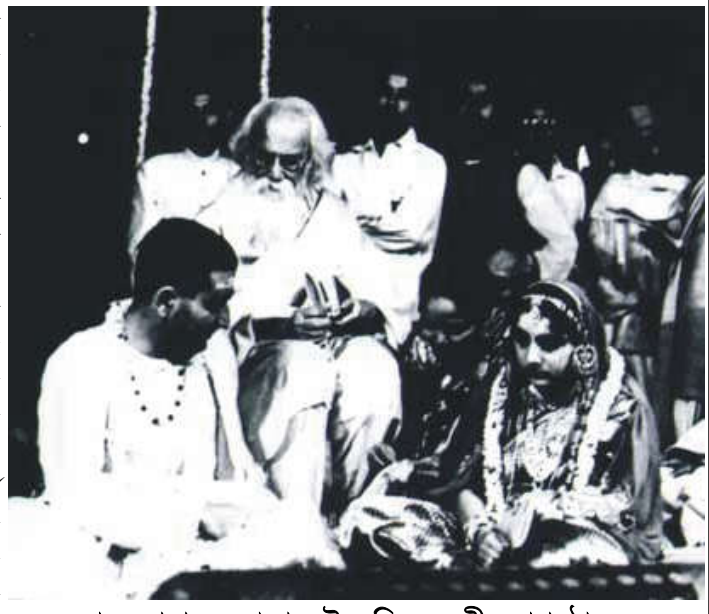

শম্ভু সাহার তোলা এই ছবিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাতনি পুপের বিয়েতে পৌরহিত্য করছেন

১৯৩৫ থেকে ১৯৪১ সাল সাহার জীবনের সেরা সময়। এই সময় শম্ভু সাহার দিন কেটেছে শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সান্নিধ্যে এবং কবিগুরুর নানা বিরল মুহূর্তের ছবি তুলে। এই সব ছবির জন্য তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিত্রগ্রাহক হয়ে ওঠেন। ছবি তোলা ছাড়াও তিনি খুব ভালো ছবি আঁকতে এবং কাঠ খোদাই ছবি বানাতে পারতেন।

ঃ ছবি ও কথা ঃ

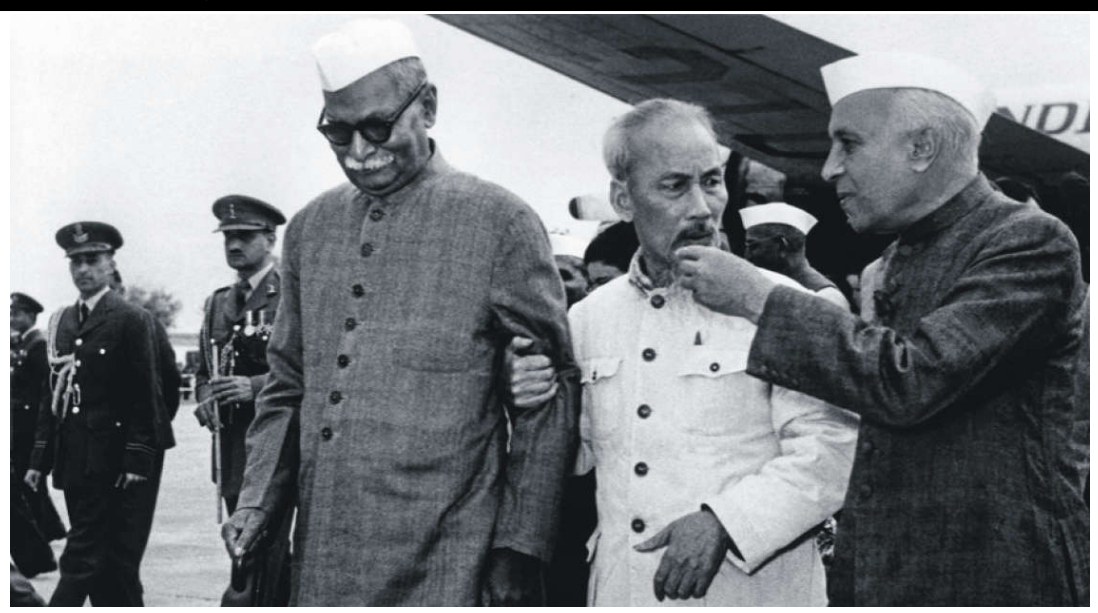

ভারতের প্রথম মহিলা চিত্র সাংবাদিক **হোমিয়া ভিয়ারাওয়ালা** (৯ ডিসেম্বর ১৯১৩ - ১৫ জানুয়ারি ২০১২) ভারতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নানা মুহূর্তে ছবি তুলেছেন। **পদ্মবিভূষণ** পুরস্কারে সম্মানিতা এই আলোকচিত্র শিল্পী তাঁর সহকর্মীদের কাছে **'ডালডা-১৩'** নামেই পরিচিত ছিলেন। ডানদিকের ছবিটি ছবিটি হোমিয়া ১৯৫৮ সালে দিল্লীতে তুলেছিলেন। এই ছবিতে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহরু উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিনকে বিমান বন্দরে স্বাগত জানাচ্ছেন।

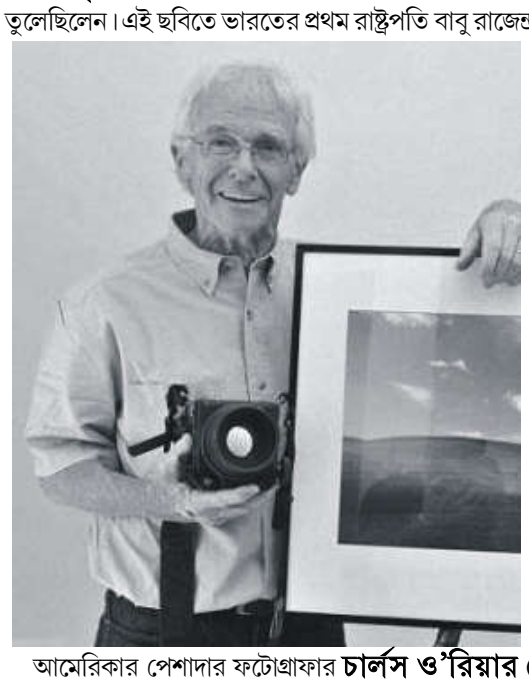

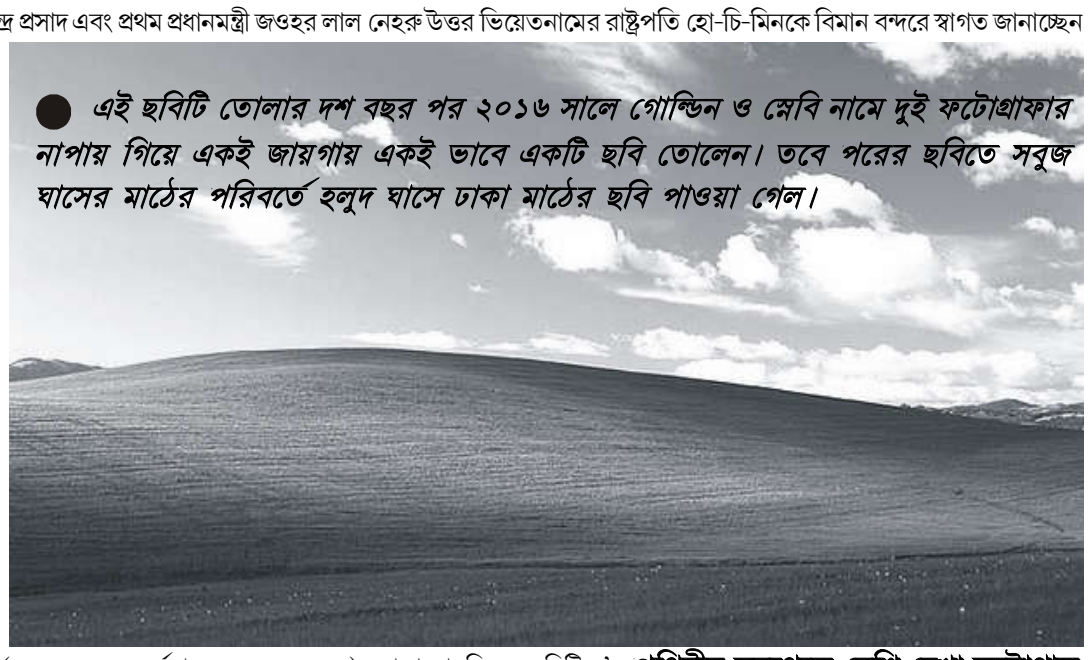

● *এই ছবিটি তোলার দশ বছর পর ২০১৬ সালে গোল্ডিন ও স্লেবি নামে দুই ফটোগ্রাফার নাপায় গিয়ে একই জায়গায় একই ভাবে একটি ছবি তোলেন। তবে পরের ছবিতে সবুজ ঘাসের মাঠের পরিবর্তে হলুদ ঘাসে ঢাকা মাঠের ছবি পাওয়া গেল।*

আমেরিকার পেশাদার ফটোগ্রাফার **চার্লস ও'রিয়ার** (জন্ম ১৯৪১, বর্তমানে বয়স ৭৩ বছর) তোলা ডানদিকের ছবিটি হ'ল **পৃথিবীর সবথেকে বেশি দেখা ফটোগ্রাফ**। ছবিটি মাইক্রোসফ্‌টের উইণ্ডোজ্ অপারেটিং সিস্টেম 'এক্স-পি'তে **'ডিফল্ট ওয়ালপেপার'** হিসাবে থাকে। এই 'ডিফল্ট ওয়ালপেপার'টির নাম দেওয়া হয়েছে **'ব্লিস্'**। চার্লস ১৯৯৬ সালে **ক্যালফোর্নিয়ার নাপা** নামের একটি জায়গায় **সেনোমা ভ্যালি**'তে এই নিসর্গ দৃশ্যটি ক্যামেরা বন্দি করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার চিত্র সাংবাদিক **কেভিন কার্টার** (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ - ২৭ জুলাই ১৯৯৪) সুদানের দুর্ভিক্ষের এই ছবিটি তোলেন ১৯৯৪ সালে। একটি শিশু কোনক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে ত্রাণ শিবিরে যেতে চাইছে খাবারের জন্য আর তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে খাদক শকুন। সে বছর ছবিটি **পুলিৎজার পুরস্কার** পেলেও শিশুটিকে সাহায্য না করার জন্য কার্টারের বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। পুরস্কার পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন প্রতিভাবান চিত্র সাংবাদিক **কেভিন কার্টার**।

মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধীকারী শিবনাথ চক্রবর্ত্তী কতৃক অমরাগড়ী, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী, অমরাগড়ী, হাওড়া ৭১১৪০১ থেকে মুদ্রিত।
email : jelarkhabar@rediff.co.in যোগাযোগ ঃ গ্রাম ও পোষ্ট — অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। **সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্ত্তী। ফোন নং ঃ ৯৮০০২৮৬১৪৮**
Owned by Shibnath Chakraborty and Printed at New Bani Press Co.Amoragori, Jaypur, Howrah and published at Amoragori,Jaypur,Howrah.
Editor - Shibnath Chakraborty. Phone No. 9800286148